অকিঞ্চনের দল। ঠাকুর্দ্দা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হ'য়ে গেল।

ঠাকুর্দ্দা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজ্‌লে মিল্‌বে কেন ?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুর্দ্দা। তাই ত আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোষল এদের নিয়েই আছ ? দেশ বিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে' নেবে না।

ঠাকুর্দ্দা। ভাই, এরা সব সরল লোক—চুপ করে' কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও এরা ভাবে এদের যেন কত সেবা করলুম, আর যারা মস্ত লোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তা'রা মনে করে লোকটা বাজে জিনিষ দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চল দাদা !

ঠাকুর্দ্দা। না ভাই, আজ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুট্‌চে। তবে আর কি, এইবারে সুরু করা যাক্ !

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরাবালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সাম্‌নে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উচ্ছল সাজ,
ওরে অন্তরে তা'র বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

প্রস্থান